দ্বিতীয় দার্‌স

الدرس الثاني

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকারঃ তাওহীদুল উলূহিয়্যা

توحيد الألوهية

সকল প্রকারের ইবাদতের অধিকারী একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা। অর্থাৎ, মানুষ আল্লাহর সাথে অন্য কোন সত্তার ইবাদত করবে না, চেষ্টা করবে না তার নৈকট্য লাভের। তাওহীদের প্রকারসমূহের মধ্যে এই প্রকারটা হলো সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব মহাত্ম্যপূর্ণ। আর এ প্রকারের তাওহীদের বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ জ্বিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) আর এই একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্যই রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন, অবতীর্ণ হয়েছে আসমানী সমূহ কিতাব। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾

[الانبياء:٢٥].

"আমি তোমার পূর্বে 'আমি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর'-এ প্রত্যাদেশ ছাড়া কোন রাসূল প্রেরণ করিনি।"।(সূরা আম্বিয়াঃ২৫) তাওহীরেদ এই প্রকারকেই মুশরিকরা অস্বীকার করেছিল, যখন তাদেরকে রাসূলগণ এর প্রতি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ﴾ [الأعراف: ٧٠]

"তুমি আমাদের নিকট কি এই জন্য এসেছ যে, আমরা কেবল আল্লারই ইবাদত করি, আর আমাদের বাপ-দাদারা যাদের বন্দেগী করে এসেছে, তাদেরকে পরিহার করি? (সূরা আ'রাফঃ৭০) কাজেই ইবাদতের প্রকারসমূহের কোন কিছুই আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্তার জন্য করা যাবে না। তাতে সে সত্তা প্রেরিত কোন নবী হোক কিংবা (আল্লাহর) কোন নিকটতম ফেরেশতা অথবা কোন ওয়ালী বা যে কোন সৃষ্টি হোক না কেন। কারণ ইবাদত আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করা জায়েয নয়।